সংবাদ

23 MAR 2003

আদালতের আদেশ অমান্য

মর্গ্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি ম্যানেজিং কমিটি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ আদালতের আদেশ থাকার পরও শনিবার স্কুলে প্রবেশ করতে পারেননি মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিকুন নাহার হাশমত পরী। আকস্মিকভাবে স্কুল ছুটি দিয়ে ও বহিরাগতদের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষিকার স্কুলে প্রবেশ প্রতিরোধ করে ম্যানেজিং কমিটি। এ কারণে স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে আসা ছাত্রী ও অভিভাবকরা ব্যাপক বিড়ম্বনার শিকার হন।

শহরের অন্যতম প্রধান স্কুল মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে জোর করে স্কুল থেকে বের করে দেয় ও পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদ থেকে অপসারণ করে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে মামলা করলে আদালত প্রধান শিক্ষিকার পক্ষে রায় প্রদান করেন।

শনিবার সকাল পৌনে ১১টায় প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে আসলে স্কুলের গেটে ম্যানেজিং কমিটির বহিরাগতরা তাকে স্কুলে প্রবেশে বাধা দেয় এবং স্কুলে প্রবেশের পক্ষে তার 'যথাযথ' কাগজপত্র নেই বলে জানায়। এ সময় প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি জেলা পুলিশের উচ্চপর্যায়ে জানালে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলেও তারা কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নারায়ণগঞ্জ থানার

প্রধান শিক্ষিকা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

প্রধান শিক্ষিকা ঃ না'গঞ্জে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সেকেন্ড অফিসার ফিরোজ খান জানান, এক্ষেত্রে পুলিশের কিছু করার নেই। আদালতের লোক এসে প্রধান শিক্ষিকাকে স্কুলে ঢোকাতে পারেন। সেক্ষেত্রে পুলিশ সহায়তা করতে পারে।

এক পর্যায়ে বহিরাগতদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার ছেলের উত্তেজনা দেখা দেয়। বহিরাগতরা প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলটি বন্ধ করে দেয়। পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে প্রধান শিক্ষিকা দুপুর সোয়া ১২টায় চলে যান। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারে এক বিএনপি নেতার তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়।

এদিকে স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার আগমন টের পেয়ে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি আকস্মিকভাবে শনিবার স্কুল বন্ধ ঘোষণা করে। ফলে স্কুলের শত শত ছাত্রী স্কুলে এসে চলে যায়। ওইদিন এসএসসির পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়নি। এমনকি তাদের ভেতরেও প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। ফলে উৎকণ্ঠা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তাদের ফিরে যেতে দেখা যায়। তবে সাধারণ ছাত্রীদের প্রবেশ করতে দেয়া না হলেও ম্যানেজিং কমিটি সমর্থক ১০/১৫ জন ছাত্রীকে ভেতরে দেখা যায়।